তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মাছুম বিল্লাহ ▷

ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের নীতিমালা তৈরি হবে কবে?

বাংলাদেশ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ও কার্ডিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জি এম নিজাম বলেন, 'নীতিমালা থাকা ভালো কিন্তু তা অবশ্যই আমাদের সঙ্গে নিয়ে করতে হবে। নীতিমালা বাস্তবসম্মত হতে হবে। একটি স্কুল যে পরিমাণ ফি নেয়, সে স্কুল সেভাবেই তার ব্যয় নির্বাহ করে। নীতিমালায় যদি ফি পাঁচ গুণ কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে স্কুলটি কিভাবে নীতিমালা মানবে?

আমাদের দেশে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা চলছে বহুদিন যাবৎ। ইংরেজি মাধ্যমকে ধরে নেওয়া হয় উচ্চবিত্তের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সরকার কোনো এক অজানা কারণে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোর দিকে কোনো নজরই দিচ্ছে না; অথচ ইংরেজি মাধ্যমের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছ থেকে সাড়ে ৭ শতাংশ হারে ভ্যাট আদায় করছে। ইংরেজি মাধ্যমে কি আসলেই এখনো শুধু উচ্চবিত্তের সন্তানরা পড়ে? ইংরেজি মাধ্যমে কি আমাদের দেশের কৃষ্টি-কালচার শেখানো হয়, নাকি শুধু পশ্চিমা কালচার শেখানো হয় ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কোনো ধরনের স্টাডি কিংবা গবেষণা নেই। তবে বিভিন্ন ফোরামে আমরা ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় নিয়ে বিভিন্ন ধরনের সমালোচনা শুনি। আসলে বিষয়টির সঠিক তথ্য জানা প্রয়োজন। যদি কোনো লুপহোল থেকে থাকে এই মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলোতে, তাহলে তা সঠিকভাবে বের করে ব্যবস্থা নিতে হবে। আমরা মনে করি, শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে এ দায়িত্ব নিতে হবে।

দেশে ঠিক কতটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয় আছে, সেগুলোতে কী কী পড়ানো হয়, কিভাবে তাদের পরীক্ষা হয়, তাদের মূল্যায়ন পদ্ধতি আমাদের দেশের মূল্যায়ন পদ্ধতির সঙ্গে কতটা সাদৃশ্যপূর্ণ কিংবা আলাদা—এ বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের শিক্ষা বিভাগেরই অনেকের স্বচ্ছ ধারণা নেই, সাধারণ জনগণ ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের তো দূরের কথা। দেশে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষার্থীসংখ্যা নিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো সংখ্যা নেই সরকারি কোনো দপ্তরে। পত্রিকার মাধ্যমে জানা যায় যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক তথ্য বলছে, দেশে ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের নিবন্ধিত সংখ্যা ১৫৯টি এবং শিক্ষার্থীসংখ্যা ৬৪ হাজার ৫০৭ জন। এর মধ্যে 'ও' লেভেলের স্কুল ৬৪টি, 'এ' লেভেলের ৫৪টি এবং জুনিয়র লেভেলের ৪১টি। তবে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে নিবন্ধন নিয়েছে ১০২টি স্কুল। বাংলাদেশ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য বলছে, সারা দেশে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের সংখ্যা ৩৫০টি এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যা তিন লাখের ওপর। তবে বাস্তবতা বলছে, এই সংখ্যা আরো বেশি হবে।

২০১৩ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর জন্য নীতিমালা তৈরির প্রয়োজনীয় নির্দেশ চেয়ে হাইকোর্টে রিট করেন দুই শিক্ষার্থীর অভিভাবক। এর পরিপ্রেক্ষিতে হাইকোর্ট নীতিমালা তৈরির জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে নির্দেশনা দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয় তড়িঘড়ি করে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডকে একটি নীতিমালা তৈরির নির্দেশ দেয়। মন্ত্রণালয়ের সেই চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের জন্য দ্রুততার সঙ্গে একটি নীতিমালা তৈরি করে দেয়, যা আদালতেও জমা দেওয়া হয়। পরে খসড়াটি নিয়ে কয়েকটি বৈঠক ও একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ব্যাপারটি পরে আর এগোয়নি। খসড়ায় ইংরেজি মাধ্যম স্কুলগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়। যেসব ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ে ৭০০ বা ততোধিক শিক্ষার্থী আছে, প্রতিষ্ঠান মানসম্মত শিক্ষা প্রদান করে, শিক্ষকদের মান উন্নত, শিক্ষার আনুষঙ্গিক সুবিধাগুলো বিরাজমান ইত্যাদি থাকলে এই বিদ্যালয়গুলো 'এ' গ্রেড বা 'ক' শ্রেণিতে পড়বে। এসব বিদ্যালয় মহানগরে অবস্থিত হলে তারা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে ভর্তি ফি বাবদ সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা নিতে পারবে এবং মহানগরের বাইরে হলে সর্বোচ্চ ১৫ হাজার টাকা নিতে পারবে। আর মাসিক টিউশন ফি মহানগরে হলে তিন হাজার টাকা আর মহানগরের বাইবে হলে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত নিতে পারবে। যেসব বিদ্যালয়ে ৪০০ থেকে ৭০০ শিক্ষার্থী থাকবে, সেগুলোকে 'বি' ক্যাটাগরির এবং এসব বিদ্যালয় মহানগরে সর্বোচ ১৮ হাজার টাকা এবং মহানগরের বাইরে অবস্থিত হলে সর্বোচ্চ সাত হাজার টাকা ভর্তি ফি নির্ধারণ করতে পারবে। আর মাসিক টিউশন ফি নিতে পারবে দুই হাজার টাকা এবং মহানগরের বাইরে এক হাজার টাকা। ৪০০-এর নিচে শিক্ষার্থী হলে ওই সব প্রতিষ্ঠান 'সি' ক্যাটাগরিতে পড়বে। 'সি' ক্যাটাগরির প্রতিষ্ঠানগুলো ভর্তি ফি ও সেশন ফি মহানগরে অবস্থিত হলে সর্বোচ্চ আট হাজার টাকা এবং মহানগরের বাইরে হলে সর্বোচ্চ চার হাজার টাকা নিতে পারবে। আর মাসিক টিউশন ফি দেড় হাজার ও মহানগরের বাইরে সর্বোচ্চ ৮০০ টাকা নিতে পারবে। ভর্তির ফরম মহানগরে ৫০০ এবং মহানগরের বাইরে ৩০০ টাকা নির্ধারণ করা হয়। এই নীতিমালাটি একেবারে খারাপ হয়নি, যদি কার্যে পরিণত করা যেত। বর্তমানে ইংলিশ মিডিয়াম বিদ্যালয়গুলোতে মাসিক বেতন ৮০০ থেকে ২৫ হাজার টাকা পর্যন্ত। ভর্তি ফি ২০ হাজার থেকে কয়েক লাখ টাকা পর্যন্ত প্রচলিত আছে। এই বৈষম্য দূরীকরণের ক্ষেত্রে উপরোক্ত গাইডলাইন বা নীতিমালা অনেকটাই কাজে লাগত। তবে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন ছিল বিষয়টির সঙ্গে। এটি সরকারি পর্যায়ের আরেকটি দুর্বলতা—অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় সংশ্লিষ্টদের কাছে রাখা হয় না, এমনকি মতামতও নেওয়া হয় না। ফলে সমস্যা থেকেই যায়। বিষয়টি জোরালোভাবে দেখা উচিত।

বাংলাদেশ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল অ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ও কার্ডিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জি এম নিজাম বলেন, 'নীতিমালা থাকা ভালো। কিন্তু তা অবশ্যই আমাদের সঙ্গে নিয়ে করতে হবে। নীতিমালা বাস্তবসম্মত হতে হবে। একটি স্কুল যে পরিমাণ ফি নেয়, সে স্কুল সেভাবেই তার ব্যয় নির্বাহ করে। নীতিমালায় যদি ফি পাঁচ গুণ কমিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে স্কুলটি কিভাবে নীতিমালা মানবে? এই স্কুলগুলোতে বাংলাদেশি ছেলেমেয়েরাই লেখাপড়া করে। বাংলাদেশের কৃষ্টি, সমাজ, মূল্যবোধ ধারণ করে। তাই আমরাও সরকারের নিয়মনীতির মধ্যে থাকতে চাই।' জনাব নিজামের কথারও যুক্তি আছে। একেকটি বিদ্যালয়ের একেক ধরনের স্ট্যাটাস। টিউশন ফিও সেভাবে নির্ধারণ করা হয়, শিক্ষকদের বেতনও সেভাবে প্রদান করা হয়। তার পরও এই মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলো পরিচালনার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালা থাকা বাঞ্ছনীয়।

ঢাকা শিক্ষা বোর্ড সূত্র জানায়, রেজিস্ট্রেশন অব প্রাইভেট স্কুলস অর্ডিন্যান্স ১৯৬২-এর অধীনে ২০০৭ সালে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর জন্য একটি নীতিমালা তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু ওই নীতিমালার যথার্থতা ছিল না। বেতন-ভাতার ব্যাপারে তেমন কোনো নির্দেশনা ছিল না। মূলত এই নীতিমালার আলোকে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর সাময়িক নিবন্ধন দেওয়া হয়। প্রথমে দুই বছরের জন্য অনুমোদন দেওয়ার বিধান রাখা হয়। এরপর প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ও মান যাচাই করে প্রয়োজনে আরো দুই কিংবা পাঁচ বছরের জন্য অনুমোদন দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। স্থায়ীভাবে এসব প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। তবে পাঁচ বছর পর পর স্কুলের কার্যক্রমের ওপর প্রতিবেদন প্রণয়নের বিধান রাখা হয়েছিল। এগুলো যথার্থ হয়নি বলেই চালু করা যায়নি। একটি স্কুলকে যদি স্থায়ী নিবন্ধন দেওয়া না হয়, তার অর্থ এই নয় কি যে সরকারি দপ্তরকে বারবার খুশি করতে হবে? আর তা করতে গিয়ে মানের দিকে স্কুল তাকাতে পারবে না।

ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়গুলোর জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একটি বিশেষ উইং থাকা দরকার 'সাপোর্টিভ সুপারভিশনের' জন্য, শুধু তাদের ওপর খরবদারি করার জন্য নয়। আমাদের মনে রাখতে হবে, ইংরেজি মাধ্যমের মূল্যায়ন পদ্ধতি এখনো আন্তর্জাতিক মানের। এখান থেকে একজন শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ পেলে কিন্তু আমাদের আর সন্দেহ থাকছে না যে সে আসলেই কিছু পারে নাকি শুধুই গ্রেডিং বেড়েছে? ইংরেজি মাধ্যমের বিদ্যালয়গুলোতে যদি আমাদের দেশি কৃষ্টি-কালচার চালু করতে পারি, তাহলে কিন্তু এটি একটি চমৎকার শিক্ষামাধ্যম হবে।

লেখক : ব্র্যাক শিক্ষা কর্মসূচিতে কর্মরত, সাবেক ক্যাডেট কলেজ শিক্ষক
masumbillah65@gmail.com